হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

অস্থায়ী ক্যাম্পাসঃ ভাদৈ, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ-৩৩০০

জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তর
https://hau.ac.bd
prp@hau.ac.bd

'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' উপলক্ষে হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. মোজাম্মেল হকের বাণী

৭ নভেম্বর 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিন। ১৯৭৫ সালের এই দিনে সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করে। এদিন স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ দেশের বীর সৈনিক ও জনতা আধিপত্যবাদী শক্তির নীলনকশা প্রতিহত করে এবং জনগণ নতুন প্রত্যয়ে জেগে ওঠে। দেশ, জনগণ, স্বাধিকার ও স্বাধীনতার চেতনার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের প্রতিবাদে সেদিন সিপাহি-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। এই বিপ্লবের সফলতার মধ্য দিয়ে জাতি পেয়েছিল যোগ্য নেতৃত্ব শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে। ১৯৭১ সালে জাতির চরম ক্রান্তিলগ্নে মহান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করে তিনি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উন্মেষ ঘটান এবং বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, আইনের শাসন, বাক্‌স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে জাতি উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পায়। আমি এ দিবসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি এবং দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অগ্রযাত্রায় অবদান রাখা সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই।

দিবসটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, জাতীয় সংকট ও পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে জনগণের ঐক্য, দেশপ্রেম এবং রাষ্ট্রের স্বাধীন সত্তা রক্ষার প্রত্যয় কতটা গুরুত্বপূর্ণ। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এবং বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশে তাঁর ভূমিকা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। আমি মনে করি, একটি রাষ্ট্রের প্রকৃত অগ্রগতি নির্ভর করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা, আইনের শাসন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির চেতনাকে ধারণ করে একটি বৈষম্যহীন, সমৃদ্ধ ও আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন।

উচ্চশিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো মুক্তবুদ্ধি, মানবিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ও দায়িত্বশীল নাগরিকত্বের বিকাশ ঘটানো। হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য হলো আধুনিক কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক মানবসম্পদ গড়ে তোলা। বিশ্বমানের শিক্ষাক্রম, গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি কৃষি খাতে উদ্ভাবনী চিন্তা, গবেষণামূলক কার্যক্রম এবং প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনার বিকাশের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করাও আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা একান্ত অপরিহার্য।

'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস'-এর ঐতিহাসিক চেতনা আমাদের জাতীয় ঐক্য, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করুক এই প্রত্যাশা করি।

০৪/১১/২০২৫

প্রফেসর ড. মো. মোজাম্মেল হক
উপাচার্য
হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়